রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, আগস্ট ১, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১লা আগস্ট, ২০১০/১৭ই শ্রাবণ, ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১লা আগস্ট, ২০১০ (১৭ই শ্রাবণ, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ

২০১০ সনের ৪১নং আইন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের প্রস্তাবনা অংশের সংশোধন।**—বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর প্রস্তাবনা অংশের "ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা" শব্দগুলির পরিবর্তে "ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কতিপয় ক্ষমতা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "টেলিযোগাযোগ" শব্দের পরিবর্তে "টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৩) এ উল্লিখিত "টেলিযোগাযোগ" শব্দের পরিবর্তে "টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (১৬) তে উল্লিখিত "কমিশন" শব্দের পরিবর্তে "সরকার" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) দফা (২০) এর পর নিম্নরূপ দফা (২০ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(২০ক) "প্রশাসনিক জরিমানা" অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এইরূপ জরিমানা যাহা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নহে বা আরোপিত নহে;";

(ঘ) দফা (২১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২১) "পারমিট" অর্থ কোন পরিচালনকারীর লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের কোন স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফিস বা অন্য কোন ধরনের মূল্য বা সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি;";

(ঙ) দফা ২৩ এর পর নিম্নরূপ দফা (২৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(২৩ক) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;";

(চ) দফা (২৯) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা ২৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২৯) "লাইসেন্স" অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান অথবা উক্ত ব্যবস্থা, সেবা পরিচালন বা সংরক্ষণের জন্য অথবা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কমিশন কর্তৃক এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স;"।

৫। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪), (৫), (৬) এবং (৭) যথাক্রমে উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) এবং (৬) হিসাবে পুনঃসংখ্যায়িত হইবে।

৬। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) কমিশন উহার প্রতি ছয় মাসের সকল ব্যয় নির্বাহের পর উদ্বৃত্ত অর্থ প্রজাতন্ত্রের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদান করিবে।"।

৭। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের নূতন ধারা ২১ক এর সন্নিবেশ**।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২১ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"২১ক। **সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল**।—(১) কমিশন টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে "সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund)" নামে একটি তহবিল গঠন করিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার প্রদত্ত অনুদান;

(খ) অন্য কোন দেশী বা বিদেশী বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনাকারীগণের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চাঁদা (Subscription); এবং

(ঘ) অন্য কোন বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত যে কোন অনুদান (Contribution)।"।

(৩) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ ও পরিচালনা, উহার প্রশাসন এবং উক্ত তহবিলের অর্থ উত্তোলন পদ্ধতি এবং লাইসেন্সধারী পরিচালনাকারীগণের নিকট হইতে উক্ত তহবিলের জন্য অর্থ আদায়ের হার বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৮। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৮ এর—

(ক) "৯০ (নব্বই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১২০ (একশত বিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি; এবং

(খ) "মন্ত্রীর নিকট পেশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক ও বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন, উহার পরিপন্থী বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান এবং সেই লক্ষ্যে কমিশনের উদ্দেশ্যের সহিত সংগতি রাখিয়া যথাযথ ক্ষেত্রে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা;"।

১০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত "দাড়ি" চিহ্ন এর পরিবর্তে "সেমিকোলন" চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ উপ-দফা (ঝ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঝ) ইন্টারনেট ডোমেইন নেম (Internet Domain Name) সংক্রান্ত নির্দেশনা (guideline) প্রণয়ন, যথাযথ ক্ষেত্রে উহা পরিবর্তন বা সংশোধন, বাস্তবায়ন, ইন্টারনেট ডোমেইন নেম সংক্রান্ত অভিযোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ;" এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা "(ন)" এর পরিবর্তে দফা "(ণ)" প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৩১। **কমিশনের ক্ষমতা।**—(১) ধারা ৩০ এ বর্ণিত কমিশনের দায়িত্ব ফলপ্রসূভাবে সম্পাদনের জন্য কমিশন এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে, প্রয়োজনীয় সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতার আওতায় নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাগুলিও অন্তর্ভুক্ত ঃ

(ক) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার বা কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে—

(অ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে লাইসেন্স ইস্যুকরণ;

(আ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ;

(ই) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ও কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদের নিয়ন্ত্রণ ও স্থগিতকরণ;

(ঈ) বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ ও উহা ব্যবহারের কর্তৃত্ব প্রদান, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পরিবীক্ষণ ও স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা;

(উ) বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য ইস্যুকৃত লাইসেন্স, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পারমিট ও সনদ এর নবায়ন, হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ, স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ;

(ঊ) বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যুকরণ;

(খ) এই আইন, বিধি, প্রবিধান, লাইসেন্স, পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদের শর্ত ভঙ্গ করার বিষয়ে উহার ধারকের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ ও অন্যান্য দাবীর উপর তদন্ত অনুষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি ও ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে উহা সংশোধনের নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) সরকারের টেলিয়োগাযোগ নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদন;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইনের অধীন দাখিলকৃত ট্যারিফ, চার্জ, চুক্তি বা ব্যবস্থা বা উহাদের কোন অংশ এই আইনের সহিত অসংগতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইলে উহা স্থগিতকরণ বা উহার সংশ্লিষ্ট অংশ নামঞ্জুর বা এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;

(চ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থাদির জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন, যথাযথ ক্ষেত্রে শর্তাবলী নির্ধারণ এবং তাহাদের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তি;

(ছ) টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের কর্মকান্ডের যে কোন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান;

(জ) কমিশনের নির্দেশনা পালিত হইতেছে কি না তাহা যাচাইয়ের জন্য পরিচালন পদ্ধতি (Operator's Procedure and Systems) নিরীক্ষা করানো, এবং টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের প্রতিবেদন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই এবং এতদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান;

(ঝ) কমিশনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র এবং বহি পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের সুযোগ যাহাতে কমিশন পায় তাহা নিশ্চিত করার জন্য টেলিযোগাযোগ ও বেতার পরিচালনকারীগণের বা ব্যবহারকারীগণের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান;

(ঞ) কোন এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন পরিচালনকারীর একচেটিয়া ব্যবসা থাকিলে তাহার মূলধন ব্যয়ের বার্ষিক পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও তদসম্পর্কে ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে উক্ত পরিকল্পনা দাখিলের জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ প্রদান;

(ট) এই আইনের অধীন কমিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ, দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন এবং তদসংক্রান্ত বিষয়ে উহাকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরামর্শক নিয়োগ;

(ঠ) এই আইনের বিধানাবলী পালন করার বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন (enforcement) আদেশ জারী করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায়;

(ড) এন্টেনা ব্যবস্থাদিসহ বেতার যন্ত্রপাতি স্থাপনের প্রতিটি স্থান অনুমোদন এবং প্রতিটি মাস্তুল, স্তম্ভ এবং এন্টেনা, ধারক ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ অনুমোদন;

(ঢ) বেতার যন্ত্রপাতির লাইসেন্সের আবেদনকারী বা ধারক কর্তৃক প্রস্তাবিত বা বিদ্যমান বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উহার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং উক্ত যন্ত্রপাতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সম্পর্কে, কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ যে কোন তথ্য সরবরাহের জন্য তাহাদিগকে নির্দেশ প্রদান;

(ণ) টেলিযোগাযোগের উন্নয়ন এবং সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ত) এই আইনের অধীন পরিচালিত কমিশনের কাজকর্মের বিষয়ে অনুসরণীয় বিষয়াদি, লাইসেন্সধারী ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক অনুসরণীয় বিষয়াদি, প্রান্তিক যন্ত্রপাতিসহ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, প্রতিবন্ধকতা যন্ত্রপাতি, বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ও বেতার যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(থ) এই উপ-ধারায় কমিশনকে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে এই আইনে কোন সুনিদিষ্ট বিধান না থাকিলে সেই বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে প্রবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নির্ধারণ;

(দ) কমিশনের লাইসেন্সধারী, পারমিটধারী বা সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে কোন বিরোধের উদ্ভব হইলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ যদি উহা নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কমিশন উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করিতে পারিবে এবং কমিশনের মধ্যস্থতার মাধ্যমে প্রদত্ত লিখিত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ মানিতে বাধ্য থাকিবে।"।

১২। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৪ এর প্রতিস্থাপন।— উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৩৪। **সরকারের ক্ষমতা।**—এই আইনের আওতায় সরকার—

(ক) লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদন করিতে পারিবে;

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার বিষয়ে ট্যারিফ, কলচার্জ এবং অন্যান্য চার্জ এবং পরিচালনকারী কর্তৃক উহা নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুমোদন করিতে পারিবে;

(গ) এই আইন, বিধি বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে, ট্যারিফ ও বিভিন্ন চার্জের হার এবং টেলিযোগাযোগ সেবার কোন বিষয়ে নির্দেশনা (guidelines) জারী এবং যথাযথ সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে;

(ঘ) আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী অনুসারে বা কোন আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় টেলিযোগাযোগ বিষয়ে সরকারের অধিকার বা দায়-দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(ঙ) সময় সময় টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে বিবেচনা ও তদসম্পর্কে সুপারিশের জন্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে;

(চ) টেলিযোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ এবং সম্প্রচারের কারিগরি কোন বিষয়ে, যাহা উক্তরূপ যোগাযোগের সহিত সম্পর্কিত এর উপর গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে বা অর্থ যোগান দিতে বা উহাতে সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে;

(ছ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক টেলিযোগাযোগ সংস্থার সম্মেলন বা সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(জ) প্রয়োজনবোধে, কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

১৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) এর "১০ (দশ) লক্ষ টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর—

(ক) উপান্তটীকা এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৩৬। লাইসেন্স প্রদান পদ্ধতি";

(খ) উপ-ধারা (১) ও (২) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

(১) ধারা ৩৫(১) এর দফা (ক) হইতে (গ) তে উল্লিখিত কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে লাইসেন্সের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে।

(২) কমিশন উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনাপূর্বক সরকারের নিকট লাইসেন্স মঞ্জুরীর বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং সরকার উক্ত প্রতিবেদন, এই আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যথা ঃ—

(ক) আবেদনকারী উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত কারণে অযোগ্য কি না;

(খ) আবেদনকৃত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তাহার প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি আছে কি না, এবং প্রয়োজনীয় স্থাপনা নির্মাণের স্থান এবং দক্ষ জনবল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে কি না;

(গ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যুকরণ, এই আইনের ধারা ২৯ এ বর্ণিত কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যের সহিত সংগতিপূর্ণ কি না;

(ঘ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যু করা হইলে উহার দ্বারা অনুমোদিত কর্মকান্ড এবং শর্তাবলী বিদ্যমান লাইসেন্সধারীগণের তুলনায় বৈষম্যমূলক হইবে কি না এবং উহার ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির বিঘ্ন ঘটিবে কি না;

(ঙ) আবেদনকৃত লাইসেন্স ইস্যুকরণ জনস্বার্থ রক্ষার জন্য কতটুকু সহায়ক হইবে।"।

(গ) উপ-ধারা (৮) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৮) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৮) উপ-ধারা (১) এর অধীন আহবানকৃত আবেদনপত্র দাখিল হইবার অনধিক ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে লাইসেন্স মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্তরূপ সিদ্ধান্তের অনধিক ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করিতে হইবে অথবা কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্স নামঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত আবেদনকারীকে অবহিত করিতে হইবে; উক্ত ১৮০ (এক শত আশি) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি পরবর্তী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশন আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সরকার লাইসেন্স মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।"।

১৫। ২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৩৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৩৭। লাইসেন্সের শর্তাবলী।**—(১) এই আইন, বিধি ও প্রবিধানের সহিত সংগতিপূর্ণ যে কোন শর্ত লাইসেন্সে উল্লেখ থাকিবে এবং কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে অতিরিক্ত শর্তও উহাতে সংযোজন কর যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ক্ষমতার সামগ্রিকতার আওতায় লাইসেন্সে নিম্নলিখিত যে কোন বা সকল বিষয়ে যথাযথ শর্ত উল্লেখ করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এই আইন, বিধি এবং প্রবিধান পালন;

(খ) পল্লী এলাকায় এবং অপেক্ষাকৃত কম বসতিপূর্ণ এলাকায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সে উল্লিখিত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে, লাইসেন্সধারীর সেবা প্রদান ক্ষমতার অন্যূন ১০% (শতকরা দশ ভাগ) উক্ত এলাকায় সম্প্রসারণের বাধ্যবাধকতা;

(গ) লাইসেন্স মঞ্জুর করার সময় বা লাইসেন্স বহাল থাকাকালে বা উভয় ক্ষেত্রে লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়ন করার জন্য কমিশনের ব্যয় বাবদ নির্ধারিত ফিস বা অন্যবিধ অর্থ পরিশোধ;

(ঘ) এই আইনের অধীন কমিশনের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন হয় এইরূপ দলিল, হিসাব, প্রাক্কলন, রিটার্ন বা অন্য কোন তথ্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও পদ্ধতিতে কমিশনের নিকট সরবরাহ;

(ঙ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ—

(অ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের অধীন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা তদধীন প্রদেয় সেবা সংক্রান্ত ট্রান্সমিশন প্লান, সিগ্‌নালিং প্লান, সুইচিং প্লান এবং নাম্বারিং প্লান এর বিষয়ে কমিশন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী লাইসেন্সধারী কর্তৃক তাহার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা (design) ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং এই সকল পরিকল্পনা হইতে ব্যত্যয় ঘটানো বা পরিলক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন ও নির্দেশনা গ্রহণ এবং উহার বাস্তবায়ন;

(আ) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে বার্তা, সংকেত বা যে কোন ধরনের তথ্য প্রেরণ ও গ্রহণের জন্য যে যে পথ (Route) ও পদ্ধতি (System) ব্যবহৃত হয় তদসম্পর্কে সরকার ও কমিশনকে সময় সময় অবহিতকরণ;

(চ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, তৎকর্তৃক প্রদেয় বা প্রদত্ত সেবা, উহার পরিধি (coverage) এবং মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়াদি নির্দিষ্টকরণ;

(ছ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক কোন সেবা, সংযোগ বা অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন বা বৈষম্যমূলক আচরণ হইতে বিরত থাকা;

(জ) লাইসেন্সধারী কর্তৃক এমন একটি তথ্য-সরবরাহ-ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ যাহাতে সংশ্লিষ্ট বিল, মূল্য, নির্দেশিকা, অনুসন্ধান এবং অভিযোগ সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য গ্রাহকগণের জন্য সহজলভ্য হয়;

(ঝ) লাইসেন্সধারী কোন কোম্পানী, সমিতি বা অংশীদারী কারবার হইলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা—

(অ) উক্ত কোম্পানী, সমিতি বা অংশীদারী কারবারের শেয়ার মূলধনে বা মালিকানায় এমন কোন পরিবর্তন যাহার ফলে উক্ত লাইসেন্স দ্বারা অনুমোদিত কাজ কর্মের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরিত হয়; বা

(আ) উক্ত কোম্পানী, সমিতি বা কারবার অন্য কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সহিত একীভূত (merged) হইলে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পূর্বানুমতি গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার বিবেচনা করিবে যে, প্রস্তাবিত পরিবর্তন বা একীভূতকরণের ফলে যে ব্যক্তি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সের নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবে, সেই ব্যক্তি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান উক্ত লাইসেন্স পাওয়ার যোগ্য কি না এবং অনুমতি প্রদানের ফলে লাইসেন্সকৃত কাজকর্ম ব্যাহত হইবে কি না;

(ঞ) প্রদত্ত সেবার চার্জ এবং উক্ত সেবা গ্রহণের বিষয়ে প্রযোজ্য শর্তাবলী সম্পর্কে, নির্ধারিত সময় অন্তর-অন্তর এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্সধারী কর্তৃক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;

(ট) ভূগর্ভস্থ কেবল, শুন্যে ঝুলন্ত লাইন ও আনুষংগিক স্থাপনার কারণে উদ্ভূত ক্ষতির জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সধারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) জরুরী অবস্থায় কিভাবে লাইসেন্সধারী তাহার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা অব্যাহত রাখিবেন বা ক্ষেত্র বিশেষে পুনরায় চালু করিবেন উহার পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কমিশনের নিকট উহা দাখিল;

(ড) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য সম্পদের রক্ষণ, হস্তান্তর বা নিষ্পত্তি;

(ঢ) লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তানুসারে লাইসেন্সধারী কর্তৃক বাস্তবে মানসম্মত সেবা প্রদানসহ (Performance) কারিগরী মান বজায় রাখা ও অন্যান্য কারিগরী শর্তাবলী পূরণ;

(ণ) প্রচলিত আইন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে লাইসেন্সধারীর বাধ্যবাধকতা;

(ত) কমিশনের বিবেচনায় যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়।

(৩) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোন লাইসেন্স বা উহার অধীনে অর্জিত স্বত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং এইরূপ হস্তান্তর অকার্যকর (void) হইবে।"।

১৬। ২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৩৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৩৮। লাইসেন্স নবায়ন।**—এই অধ্যায়ের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফিস প্রদান সাপেক্ষে নবায়নযোগ্য হইবে, এবং বিধি বা প্রবিধানের অবর্তমানে সরকার সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ঐ সকল বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে।"।

১৭। ২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৩৯ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৩৯। লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন।**—(১) কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্সের যে কোন শর্ত এই আইন বা বিধি অনুসারে সংশোধন, সংযোজন, প্রতিস্থাপন, বা বাতিল করিতে পারিবে।

(২) সরকার, লাইসেন্সের কোন শর্ত সংশোধনের প্রয়োজন মনে করিলে, কমিশনকে উক্ত সংশোধন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন সরকারের নির্দেশ মোতাবেক, উক্তরূপ সংশোধনের কারণ উল্লেখপূর্বক লাইসেন্সধারীকে উক্তরূপ সংশোধনের বিষয়ে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ প্রদানক্রমে একটি নোটিশ প্রদান করিবে; প্রস্তাবিত সংশোধনী সম্পর্কে লাইসেন্সধারীর কোন লিখিত বক্তব্য থাকিলে উহা কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং সরকার উহা বিবেচনাক্রমে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৩) লাইসেন্সধারীর কোন আবেদনের পরিপেক্ষিতে যুক্তিসংগত মনে করিলে সরকার কমিশনকে লাইসেন্সের কোন শর্ত সংশোধন করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং কমিশন তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"।

১৮। ২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৪০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৪০। **ব্যবসায়িক ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের অনুমতিদানের উপর বাধা-নিষেধ।**—(১) কোন পরিচালনকারী, কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত পারমিট ব্যতীত, তাহার লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের কোন স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বা ফিস বা অন্য কোন ধরনের মূল্য বা সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারের অনুমতি বা সুযোগ প্রদান করিবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে, পরিচালনকারী কমিশনের নিকট কোন আবেদন করিলে, কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান-পূর্বক একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং সরকার উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত অনুমতি প্রদত্ত হইলে লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা বা সেবা প্রদানের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়িবে না তাহা হইলে, উক্ত আবেদন মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, এবং কমিশন তদনুসারে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে পারমিট ইস্যু করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ অধীন ইস্যুকৃত পারমিটে উল্লিখিত শর্ত লংঘিত হইলে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, যে কোন সময় পারমিট বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) কোন পরিচালনকারী উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তাহা একটি অপরাধ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি—

(ক) প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০০(দুইশত) কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে, এবং

(খ) পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা অর্থ দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

১৯। ২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৪১ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৪১। **লাইসেন্সধারীর দায় সীমিতকরণের ক্ষেত্রে সরকারের এখতিয়ার।**—টেলিযোগাযোগ সেবার বিষয়ে লাইসেন্সধারী কোন ক্ষেত্রে তাহার নিজস্ব দায় সীমিতকরণের উদ্দেশ্যে কোন শর্ত আরোপ করিলে এবং সরকার উক্ত শর্ত অযৌক্তিক মনে করিলে তাহা বাতিল করার জন্য কমিশনকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং কমিশন তদনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং লাইসেন্সধারী উক্ত নির্দেশ পালনে বাধা থাকিবেন।"।

২০। ২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৪৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৪৬। লাইসেন্স স্থগিতকরণ ও বাতিলকরণ।**—(১) সরকার নিম্নবর্ণিত যে কোন কারণে যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে কোন লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তদবিষয়ে কমিশনকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) বর্তমানে এমন ব্যক্তি যিনি লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী হইলে উপ-ধারা ৩৬(৩) এ উল্লিখিত কারণে তাহার আবেদন নামঞ্জুর হইত;

(খ) উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত অযোগ্যতা গোপন করিয়া লাইসেন্স হাসিল করিয়াছেন;

(গ) লাইসেন্সে নির্দিষ্টকৃত সময়সীমার মধ্যে উহাতে উল্লেখিত সেবা প্রদান শুরু করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(ঘ) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভংগ করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশন প্রস্তাবিত বাতিলকরণের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে লাইসেন্সধারীর লিখিত ব্যক্তব্য, যদি থাকে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনের নিকট উপস্থাপনের নির্দেশ সম্বলিত একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারীর কোন লিখিত বক্তব্য, যদি থাকে, বিবেচনার পর কমিশন কোন শর্ত ব্যতিরেকে বা শর্ত সাপেক্ষে—

(ক) প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সটি বাতিলের বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, ব্যবস্থা নিতে পারিবে;

(গ) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লাইসেন্সটি স্থগিত করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ঘ) উপ-ধারা (১) এর দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এ বর্ণিত অপরাধের জন্য অনধিক ২০০ (দুইশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা প্রদানের জন্য এবং যথাযথ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সধারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে;

(ঙ) দফা (গ) এবং (ঘ) তে উল্লেখিত উভয় প্রকার ব্যবস্থা নিতে পারিবে; অথবা

(চ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) এর অধীন লাইসেন্স স্থগিত করিলে উক্ত লাইসেন্স এর অধীন সেবা প্রদান অব্যাহত রাখা, উন্নয়ন ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, নির্ধারিত শর্তে ও মেয়াদে প্রশাসক বা রিসিভার (Administrator or Receiver) নিয়োগ করিতে পারিবে; উক্তরূপ প্রশাসক বা রিসিভার নিয়োগ করা হইলে স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষে কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক উক্ত প্রশাসক বা রিসিভার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মালিক বা মালিকের বৈধ উত্তরাধিকারীর নিকট তাঁহার হেফাজতে থাকাকালীন সময়ের হিসাব সংক্রান্ত তথ্যাদিসহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বভার হস্তান্তর করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন গৃহীত ব্যবস্থার কারণে কোন প্রকার ক্ষতির জন্য লাইসেন্সধারী কোন ক্ষতিপূরণের দাবী কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট উত্থাপন করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ দাবী উত্থাপিত হইলেও উক্ত আদালত বা কর্তৃপক্ষ তাহা সরাসরি নাকচ করিয়া দিবে।"।

২১। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এর "এই আইন" শব্দসমূহের পর ",বিধি" শব্দ ও কমাটি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৪৮। **ট্যারিফ অনুমোদন।**—(১) টেলিযোগাযোগ পরিচালনকারী তৎকর্তৃক প্রদেয় সেবা প্রদান শুরু করার পূর্বেই উক্ত সেবা বাবদ প্রদেয় সর্বোচ্চ চার্জের হার বিশিষ্ট একটি ট্যারিফ প্রস্তাব কমিশনের মাধ্যমে সরকারের নিকট পেশ করিবেন এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিচালনকারী উক্ত সেবা প্রদান বা সেবা বাবদ কোন ধরণের চার্জ আদায় শুরু করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ট্যারিফ পেশ করার সময় পরিচালনকারী উক্ত ট্যারিফ নির্ধারণের ভিত্তি সম্পর্কিত তথ্যাদিও সংযুক্ত করিবে।

(৩) পেশকৃত ট্যারিফ অনুমোদন করিলে উহা জনসাধারণের অবগতি ও পরিদর্শনের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে ও পদ্ধতিতে কমিশন প্রকাশ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত তথ্যাদিও উহাতে সন্নিবেশ করিতে পারিবে।

(৪) পরিচালনকারী কর্তৃক ট্যারিফ পেশ করার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকার,—

(ক) সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকে উক্ত ট্যারিফ অনুমোদন করিবে, বা তদস্থলে একটি বিকল্প ট্যারিফ প্রতিস্থাপন করিবে বা কমিশনকে পরিচালনাকারী কর্তৃক বিকল্প ট্যারিফ দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে পেশকৃত ট্যারিফ নামঞ্জুর করিবে এবং উহা নামঞ্জুর করার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কমিশনের মাধ্যমে কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবে; অথবা

(গ) দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে উহার কারণ উক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বা উহার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কমিশনের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করিবে এবং কত দিনের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার ইচ্ছুক তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিবে, তবে এই বিলম্ব ৬০ (ষাট) দিনের বেশী হওয়া চলিবে না।"।

২৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৪৯ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৪৯। **সরকার কর্তৃক ট্যারিফ নির্ধারণের নীতিমালা।**—(১) ট্যারিফ অনুমোদন বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার নিম্নবর্ণিত সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) ট্যারিফ হইবে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত;

(খ) একটি নির্দিষ্ট সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন ব্যক্তি বা উক্ত সেবার বিভিন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চার্জ সমভাবে প্রযোজ্য হইবে;

(গ) যদি কোন পরিচালনকারী এমন একাধিক সেবা প্রদান করেন যে, একটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাজার প্রতিযোগিতা আছে কিন্তু অপর একটি সেবার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নাই, তাহা হইলে—

(অ) প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার আয় হইতে প্রতিযোগিতামূলক সেবার জন্য কোন ভর্তুকি প্রদান করা যাইবে না;

(আ) এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান প্রতিযোগিতাবিহীন সেবার ক্ষেত্রে উহার আয় হইতে এইরূপ, ভর্তুকির ব্যবস্থা থাকিলে, উক্ত ভর্তুকি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত ক্রমবর্ধমান হারে (Progressively) তুলিয়া দিতে হইবে;

(ঘ) কোন সেবার ট্যারিফ বা উক্ত সেবার জন্য প্রদেয় কোন চার্জের বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে অন্যায়ভাবে বা অযৌক্তিকভাবে বৈষম্য বা আনুকূল্য প্রদর্শন বা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির শিকার করা হইবে না।

(২) কোন ট্যারিফ ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কিনা তাহা নির্ধারণের জন্য সরকার যে কোন স্পষ্ট ও যুক্তিসংগত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারে, এবং এইরূপ পদ্ধতি কোন পরিচালনকারীর সংশ্লিষ্ট রিটার্নভিত্তিক বা অন্যবিধ তথ্যভিত্তিক হইতে পারে।

(৩) কোন পরিচালনাকারীর প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে—

(ক) উক্ত পরিচালনকারীর কোন অধীনস্থ সহযোগীর কোন কাজকর্ম উক্ত সেবা প্রদান কাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) উক্ত সেবা বাবদ পরিচালনকারী কর্তৃক ধার্যকৃত চার্জের হারকে ন্যায্য এবং যুক্তিসংগত করার জন্য এই আইন, বিধি বা প্রবিধানে পর্যাপ্ত বিধান নাই,

তাহা হইলে সরকার, উক্ত সহযোগীর সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম হইতে প্রাপ্ত আয়ের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষকে পরিচালনকারীর আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে।"।

২৪। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "অযৌক্তিক আনুকূল্য প্রদর্শন করিবেন না" শব্দসমূহের পর "অথবা এই আইনের ধারা ২৯(ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বৈষম্যমূলক কোন ব্যবস্থা নিবেন না" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী সংযোজিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে; যথা ঃ—

"(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান ভঙ্গ করিলে কমিশন পরিচালনকারীর উপর অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে বা, ক্ষেত্রবিশেষে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা সংশ্লিষ্ট বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবার জন্য উক্ত পরিচালনকারীকে নির্দেশ দিতে বা এইরূপ একাধিক বা সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

২৫। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (৬) এর দফা (ক) এর "কোস্ট গার্ড," শব্দগুলি ও কমার পর "আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী," শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৭) এর—

(অ) "১০ (দশ) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩০০ (তিনশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি; এবং

(আ) "২০ (কুড়ি) হাজার" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১ (এক) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৬ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একজন কমিশনার ও অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে এবং কমিশনার উক্ত কমিটির সভাপতি হইবেন।"।

২৭। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৭ এর উপ-ধারা (৩) এর "৫ (পাঁচ) লক্ষ " সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫০ (পঞ্চাশ) কোটি " সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৮। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৫৮। তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন, পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ।**—বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হইয়াছে এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধান এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২১ নং আইন) ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের ভূখন্ডে, আঞ্চলিক সমুদ্রসীমায় (territorial waters) এবং উক্ত ভূখন্ড ও সমুদ্রসীমার উপরস্থ আকাশে বেতার যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা হইতে সকল প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তির নির্গমন (emission), পরিবীক্ষণ ও উহার ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে।"।

২৯। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৫৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৯ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) এই আইনের অধীন টেলিযোগাযোগ সেবা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গ্রাহকগণের অসুবিধা বা অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিযোগ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করিবে এবং এই সব কেন্দ্রের অবস্থান ও উহার সহিত যোগাযোগ সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ স্বীয় ওয়েবসাইটে এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত জাতীয় পর্যায়ের অন্যূন দুইটি বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় সময় সময় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিবে।"।

৩০। ২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬১ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) এর "প্রথম শ্রেণীর" শব্দগুলির পর "জুডিসিয়াল" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৮) এর "৩ (তিন) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১০০ (একশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩১। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ক) উক্ত লংঘনকারীর উপর অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা এবং উক্ত আদেশের পর যতদিন লংঘন চলিতে থাকে উহার প্রতিদিনের জন্য অনধিক অতিরিক্ত ০১ (এক) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারে; এবং"।

৩২। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর বিধান লংঘন করিলে কমিশন তাহার উপর অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত জরিমানা পরিশোধ না করা হইলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে এবং অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৩৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর "প্রশাসনিক জরিমানা আরোপনীয় সেই সকল ক্ষেত্রে কমিশন" শব্দগুলির পর "অপরাধের ধরন ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করিয়া জরিমানা আরোপ করিবে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) এর—

(অ) উপ-দফা (অ) এর "নোটিশে উল্লিখিত" শব্দগুলির পর "সময়ের মধ্যে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) উপ-দফা (আ) এর "জরিমানা কমানোর জন্য" শব্দগুলির পর "নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(ই) উপ-দফা (ই) এর "দায় হইতে অব্যাহতির" শব্দগুলির পর "জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কমিশন সমীপে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর "(২)" সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে "(৩)" সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

৩৪। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর উপ-ধারা (২) এর "৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৫। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৬ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"**৬৬ক। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির পরিপন্থী কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনার দণ্ড।**—(১) কোন ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া যদি এমন কোন সংকেত, বার্তা বা আহ্বান প্রেরণ করেন যাহা জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির পরিপন্থী, দেশদ্রোহীমূলক অথবা জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ, বিভেদ এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করিতে পারে, অথবা যাহা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা প্রতিরক্ষায় ক্ষতিকর অথবা বাংলাদেশের সহিত বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষণে ক্ষতিকর অথবা বাংলাদেশের নিরাপত্তা, জননিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলায় ক্ষতিকর অথবা আইনের শাসন অথবা আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণে হস্তক্ষেপ, উৎসাহ অথবা উত্তেজিত করে অথবা জনসাধারণ কিংবা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীতি বা আতঙ্ক সৃষ্টি করিতে পারে অথবা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বা আর্থিক স্বার্থে ক্ষতিকর, তাহা হইলে তাহার এই কাজটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদন্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কার্য সংঘটন করেন বা সংঘটনে সহায়তা করেন তাহা হইলে কমিশন কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্ত সংকেত, বার্তা বা আহবান বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য যে কোন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৩) যদি কোন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কমিশনের কোন নির্দেশ তাৎক্ষণিক ভাবে পালন না করে তাহা হইলে উহাও একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর অথবা অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন"।

৩৬। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ এর উপ-ধারা (২) এর "৩ (তিন) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১০ (দশ) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৭। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) এর "৫ (পাঁচ) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১ (এক) কোটি" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩৮। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৬৯ প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৬৯। অশ্লীল, অশোভন ইত্যাদি বার্তা প্রেরণের দণ্ড।**—যদি—

(ক). কোন ব্যক্তি টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে কোন অশ্লীল, ভীতি প্রদর্শনমূলক বা গুরুতরভাবে অপমানকর কোন বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যে উক্ত যন্ত্রপাতির পরিচালন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করেন, বা

(খ) উক্ত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি সজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃতভাবে উক্তবার্তা প্রেরণ করেন, বা

(গ) কোন ব্যক্তি চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট অশ্লীল, গুরুতরভাবে অপমানকর, হুমকিমূলক কোন বার্তা বা অন্যকোন ভীতিকর বার্তা বা কোন কথোপকথন বা ছবি বা ছায়াছবি প্রেরণ করেন,

তাহা হইলে দফা (ক) এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী এবং দফা (খ) এর ক্ষেত্রে প্রস্তাবকারী ও প্রেরণকারীর এই কাজ হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত প্রস্তাবকারী বা, প্রেরণকারী বা, ক্ষেত্রমত, উভয়ে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং দফা (গ) এর ক্ষেত্রে প্রেরণকারী অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে এবং অনাদায়ে ০৩ (তিন) মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"।

৩৯। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭০ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭০ এর "২৫ (হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে এবং উহা অনাদায়ে অনধিক ৩ (তিন) মাস কারাদণ্ডে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে এবং উহা অনাদায়ে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪০। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭১ এর "৬ (ছয়) মাস করাদন্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "২ (দুই) বৎসর কারাদন্ডে বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪১। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭২ এর দফা (ঙ) এর "৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৭ (সাত) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০০ (একশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪২। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধরা ৭৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর "কোন সেবা গ্রহণের" শব্দগুলির পরিবর্তে "টেলিযোগাযোগ বা বেতার যোগাযোগ সংক্রান্ত কোন সেবা গ্রহণের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং এই অপরাধ অব্যাহত থাকিলে এই অব্যাহত মেয়াদের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুরির পরিবর্তে "অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে এবং এই অপরাধ অব্যাহত থাকিলে এই অব্যাহত মেয়াদের প্রথম দিনের পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অনধিক ১(এক) কোটি টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর "২(দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (খ) এর "অনধিক ৩(তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা অনধিক (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলির বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "অনধিক ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৫ এর—

(ক) দফা (ক) এর "অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "অনধিক ৫(পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩০০(তিনশত) কোটি টাকা" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) দফা (খ) এর "লক্ষ" শব্দের পরিবর্তে "কোটি" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৪। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৬ এর উপ-ধারা (২) এর "সেশন" শব্দটির পরিবর্তে "প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৫। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"**৭৭। অপরাধের বিচার।**—(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন এবং ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable) ও জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিদর্শক বা যে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যে কোন কর্মকর্তার, যিনি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পরিদর্শক বা সম-পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত কোন আদালত এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে কোন এখতিয়ারাধীন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও অনুসন্ধান করার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোন কর্মকর্তা পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম শুরু করেন নাই, অথচ উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা রহিয়াছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা কমিশনকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ রিপোর্ট ব্যতিরেকে উক্ত অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিতে পারিবে, অথবা যথাযথ মনে করিলে উক্ত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিদর্শককে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অনুরূপ নির্দেশ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিতে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বাধ্য থাকিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ আমলে লইতে পারিবে।

(৩) মেট্রোপলিটান এলাকায় মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটান এলাকা বহির্ভূত প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই আইন ও ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত সকল অপরাধের বিচার করিতে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যদি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন আইনে বর্ণিত অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় সম্পাদন করা সমীচীন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট উভয় অপরাধ আমলে লইয়া ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে মামলাটি, বিচারের জন্য প্রস্তুত করিয়া, অন্য আইনে বর্ণিত অপরাধ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য হইলে, বিচার নিষ্পন্নের জন্য মামলাটি, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবে, অথবা অন্য আইনে বর্ণিত অপরাধটি বা অপরাধগুলি দায়রা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইলে, বিচার নিষ্পন্নের জন্য মামলাটি, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট দায়রা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালতে প্রেরণ করিবে।

(৫) সংশ্লিষ্ট আদালত উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত একই মামলায় অন্তর্ভুক্ত সকল অপরাধের বিচার করিয়া সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবে এবং অপরাধ সংঘটনে জড়িত আলামতসমূহ, ধারা ৮১ এর বিধান সাপেক্ষে, কমিশনের অনুকূলে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের তলব অনুসারে উপস্থিত কোন মামলার সাক্ষীকে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে ফেরত দেওয়া যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদালতের সাধারণ দৈনিক কর্মসময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে যে মামলার শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করা হয়, কর্মসময় শেষ হওয়ার পরও উক্ত মামলার শুনানী বা সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ চলমান থাকিতে পারিবে।

(৭) অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিষয়টি তাহার উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত ১৮০ (একশত আশি) দিনের পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে; বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না হইলে বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মামলা অপর কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করার জন্য চেয়ারম্যান বা তাঁহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইনজীবী সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ দরখাস্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালত মামলা স্থানান্তরের আদেশ দিতে পারিবে।

(৯) উপ-ধারা (৮) অনুসারে কোন মামলা যে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থানান্তর করা হইবে সেই আদালত পূর্ববর্তী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার যে পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাহার পর হইতে অবশিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবে এবং মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিবে।

(১০) উপ-ধারা (৭), (৮) ও (৯) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন না করা হইলে তজ্জন্য কে বা কাহারা দায়ী তাহা সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালত সংশ্লিষ্ট সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে সুপারিশ প্রেরণ করিবে এবং উক্তরূপ সুপারিশের ভিত্তিতে গৃহীত কার্যক্রম ও ফলাফল উক্ত সুপারিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট দায়রা জজ আদালতে দাখিল করিবে।

(১১) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) আইন, ২০১০ কার্যকর হইবার পূর্বে যে সকল মামলা বিচারার্থে যে আদালতে প্রেরিত হইয়াছে সেই সকল মামলার বিচার সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন কার্যকর হয় নাই।"।

৪৬। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৭৮ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"৭৮। **অপরাধের অনুসন্ধান, মামলা দায়ের এবং তদন্ত পদ্ধতি।**—(১) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধের তদন্ত করিবার জন্য কমিশন পরিদর্শক বা অন্য কোন সংস্থা বা অন্য কোন সংস্থার কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণত কমিশনের পরিদর্শক অনুসন্ধান, মামলা দায়ের ও তদন্ত সম্পাদন করিবেন।

(৩) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার প্রয়োজনবোধে জনশৃঙ্খলার স্বার্থে, উপ-ধারা (২) এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানে বর্ণিত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলা দায়ের করিবার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পুলিশ পরিদর্শক বা সম-পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণপূর্বক অনুসন্ধান, তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল ও মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৪) অনুসন্ধানে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তথ্য পাওয়া মাত্রই অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট থানায় একটি এজাহার দায়ের করিবেন যাহা অপরাধ সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য হিসেবে গণ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট থানা প্রচলিত বিধি বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উক্ত এজাহার প্রেরণ করিবে।

(৫) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কমিশন বহির্ভূত কর্মকর্তা হইলে তিনি এজাহারের একটি পাঠযোগ্য অনুলিপি বা ছায়ালিপি অবিলম্বে কমিশন সমীপে প্রেরণ করিবেন।

(৬) কোন অপরাধ তদন্তের বিষয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির বিধান অনুসারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধি বা সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৭) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান বা তদন্তকালে অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন

যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি যুক্তি সংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হইবার সম্ভাবনা আছে।

(৮) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৯) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা কমিশনের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপিসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কমিশনের অনুমোদনের জন্য দাখিল করিবেন এবং উক্তরূপ অনুমোদন প্রাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত তদন্ত রিপোর্ট, অনুমোদনপত্র এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল কারিবেন যাহার একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা দিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশি রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দলিলপত্রের মূল কপি আদালতে দাখিল করা সম্ভব না হইলে উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রিপোর্টের সহিত আদালতে দাখিল করিতে হইবে।

(১০) যদি এই আইন বা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানভুক্ত কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের তদন্ত ও বিচার একই সঙ্গে বা একই মামলায় করা সমীচীন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধও একই তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(১১) ধারা ৬১ ও এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিদর্শক, অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা, কোন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, অন্যকোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদানুসারে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবে।"।

৪৭। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮০ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**৮০। মামলা পরিচালনা**।—(১) আদালতে কমিশনের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত নিজস্ব আইনজীবী ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর এবং দেওয়ানী প্রকৃতির মামলার ক্ষেত্রে বিশেষ সরকারী কৌসুলী বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) আইন পেশায় অথবা বিচার কাজে কমপক্ষে ৭ (সাত) বৎসরের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কেহ এই ধারায় কমিশনের আইনজীবী হিসেবে নিয়োগযোগ্য হইবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে কমিশন উক্ত অভিজ্ঞতার সময়সীমা শিথিল করিতে পারিবে।

(৪) কোন মামলার কোন পর্যায়ে যে কোন নিজস্ব আইনজীবী একবার বা একাধিকবার কমিশনের পক্ষে কাজ করিলে, পরবর্তীতে তিনি কমিশনে নিয়োজিত থাকুন বা না থাকুন, উক্ত মামলার বা উক্ত মামলা হইতে উদ্ভূত কোন আপীল, রিভিশন বা রিভিউ মামলায় কমিশনের বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর লংঘন Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council Order, 1972 (P.O. No. 46 of 1972) এর অনুচ্ছেদ ৩২ মোতাবেক অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কমিশন কর্তৃক নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগের শর্তাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কমিশন, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, এই বিষয়ে অনুসরণীয় নিয়মাবলী নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৭) আদালতে কোন মামলা পরিচালনার সময় কমিশনের নিজস্ব আইনজীবীকে কমিশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত কর্মকর্তা সহায়তা করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তা আদালতে হাজির থাকিয়া তাহার বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক দলিল পত্র পেশ করিতে পারিবেন।" ।

৪৮। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮২ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৮২ এর পর নিম্নরূপ ধারা ৮২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৮২ক। আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন, ইত্যাদি।—(১) সরকার, কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক আপীলের উদ্দেশ্যে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে, একটি আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে।

(২) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন বিচারক এবং সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অপর দুইজন সদস্য সমন্বয়ে আপীল কর্তৃপক্ষ গঠিত হইবে।

(৩) আপীল দায়ের এবং নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৯। **২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৮৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (১) এর "সাব জজ" শব্দের পরিবর্তে "উপযুক্ত দেওয়ানী" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫০। **২০০১ সনের ১৮নং আইনের ধারা ৮৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(খ) এই আইনের বিধানাবলী বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, কমিশনের নিকট নির্দিষ্ট সময়ান্তে দাখিলযোগ্য প্রতিবেদন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কোন ফরমে বা পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এবং কমিশনের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য সরবরাহ"।

৫১। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৮৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮৮ এর উপ-ধারা (১) এর "(Act of 1908)" বন্ধনী, শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "(Act V of 1908)" বন্ধনী, শব্দগুলি ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫২। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯০ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর "লাইসেন্স গণ্য হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "লাইসেন্স হিসাবে গণ্য হইবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫৩। **২০০১ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৯৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯৯ এর উপ-ধারা (১)এ "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে" শব্দগুলির পর "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫৪। **হেফাজত সংক্রান্ত বিশেষ বিধান**।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ এর দফা (২) এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৫৮ নং অধ্যাদেশ), এর কার্যকারিতা লোপ পাওয়া সত্ত্বেও অনুরূপ লোপ পাইবার পর উহার ধারাবাহিকতায় বা বিবেচিত ধারাবাহিকতায় কোন কার্যধারা সূচিত হইয়া থাকিলে বা ব্যবস্থা গৃহীত হইয়া থাকিলে উহা এই আইনের অধীনেই সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।"।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd